কালের কণ্ঠ

তারিখ ..20 MAY 2016...
পৃষ্ঠা ...2... কলাম...4...

চট্টগ্রামে ১৪ দলের নেতারা

শিক্ষক লাঞ্ছনা, সরকার উৎখাতের চক্রান্ত একই সূত্রে গাঁথা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ▷

নারায়ণগঞ্জে শিক্ষক লাঞ্ছনার অভিযোগে সংসদ সদস্য সেলিম ওসমানের শাস্তি ও সংসদ সদস্য পদ খারিজ করার দাবি জানিয়েছেন চট্টগ্রামের ১৪ দলের নেতারা। তাঁরা বলেন, সেলিম ওসমান সব সংসদ সদস্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছেন এবং নিজের কুমতলব হাসিল করতে সাম্প্রদায়িকতাকে উসকে দিয়েছেন। সর্বোপরি জঙ্গিবাদের ক্রীড়নকের ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারকে কঠোর অবস্থান নিতে হবে। ১৪ দলের নেতারা বলেন, 'সরকার উৎখাতের চক্রান্ত, গুপ্তহত্যা, শিক্ষক লাঞ্ছনা ও পরিকল্পিত সন্ত্রাসের ঘটনা একই সূত্রে গাঁথা। এসব অপতৎপরতার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিসত্তাকে ধ্বংস করা। এর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি।'

গতকাল বৃহস্পতিবার এক জরুরি সভায় নেতারা এসব কথা বলেন। সভায় নেতারা আগামী ২৪ মে মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় ১৪ দল চট্টগ্রামের উদ্যোগে লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠেয় নৈরাজ্য ও জঙ্গিবাদবিরোধী জনসভা সফল করার জন্য সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানান।

বিকেলে চট্টগ্রামে ১৪ দলের সভার ১৪ দল চট্টগ্রামের সমন্বয়ক ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর চশমাহিলের বাসভবনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। তবে সভায় আওয়ামী লীগের কোনো নেতা উপস্থিত ছিলেন না। যুবলীগ ও ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা বক্তব্য দেন। মহিউদ্দিন চৌধুরীও বর্তমানে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ইন্দু নন্দন দত্ত। এতে বক্তব্য দেন ওয়ার্কার্স পার্টি চট্টগ্রাম জেলা সভাপতি অ্যাডভোকেট আবু হানিফ, জাসদ মহানগর শাখার সভাপতি আবু বক্কর সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক জসীম উদ্দিন বাবুল, গণআজাদী লীগের আহ্বায়ক নজরুল ইসলাম আশরাফী, জাতীয় পার্টির (জেপি) নগর আহ্বায়ক আজাদ দোভাষ, তরীকত ফেডারেশনের জেলা আহ্বায়ক কাজী আহসান উল মোরশেদ, মহানগর ন্যাপের যুগ্ম আহ্বায়ক মিঠুল দাশগুপ্ত, মহানগর যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক ফরিদ মাহমুদ, মহানগর ছাত্রলীগ সভাপতি ইমরান আহমেদ ইমু প্রমুখ।

সভায় নেতারা বলেছেন, উগ্র ধর্মীয় জঙ্গিবাদ ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে ধর্মীয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এমনকি প্রশাসনেও শেকড় ছড়াচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ১৪ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের ওপর হামলা ও জীবননাশের জন্য তারা ছক তৈরি করেছে। বিশ্বমানবতা ও মুসলিম উম্মাহর প্রধান দুশমন ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সঙ্গে সরকার উৎখাতের জন্য বিএনপির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বৈঠক ও যোগাযোগ বিস্ময় ও উদ্বেগকে বাড়িয়ে তুলেছে। সভায় যুদ্ধাপরাধের বিচার নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় পাকিস্তান ও তুরস্কের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানানো হয়।